[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্ভোধন

মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে কোটচাঁদপুরে পথ চলা শুরু করলেন গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আজ শুক্রবার তারিখে দোয়ার মধ্যদিয়ে স্থানীয় বলুহর স্ট্যান্ডে শুভ উদ্ভোধন হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

জানা যায়, গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিতে শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুর – কালীগঞ্জ মহাসড়কের পাশে বলুহর স্ট্যান্ডে আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু করেছেন।

ফিতে কেটে ও দোয়া অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ জেলা নয়েবে আমির অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর আজিজুর রহমান, সাবেক উপজেলা জামায়াতের আমীর ও চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম, মহেশপুর উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মোঃ ফারুক আহমেদ, ঝিনাইদহ জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি সাবেক ওমর ফরুক।

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোঃ আবু সাঈদ। অতিথিবৃন্দরা প্রতিষ্ঠানটির পথ চলায় শুভ কামনা করেন। সাথে সাথে সার্বিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেন তারা।

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ ক্লিনিক ও

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযান চলিয়েছে। এসময় ২টি ক্লিনিক ও ১ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান, গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকিকালে গ্রীণ লাইফ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্ট কীট, অপিরষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও টেকনোলজিস্টের সার্টিফিকেট না থাকায় ৩০ হাজার টাকা ও মদিনা ক্লিনিকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ থাকার কারনে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় ১০ দিনের জন্য ক্লিনিক বন্ধ ঘোষণার কথা বলা হয়লেও স্থানীয়দের অনুরোধে তা মওফুক করা হয়। এদিকে অভিযানের খবর পেয়ে আমারুল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মডার্ণ প্যাথলজী ও আব্দুল্লাহ ডায়গনষ্ঠিক সেন্টার বন্ধ করে পালিয়ে যায়। তিনি আর জানান যারা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে পালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও অভিযানের সময় কোন প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১০ টি নির্দেশনার মধ্যে কোন নির্দেশনা মানতে দেখেছেন কিনা এমন প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডা: সাজিদ হাসান।

মুজিবনগরে স্বাস্থ্য বিভাগের

অভিযানে ৫ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পর মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ৫ টি অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ সোমবার (৩০ মে) দুপুরের দিকে অভিযান চালিয়ে অনুমোদন না থাকায় এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দেওয়া হয়।

এছাড়া বাকী যেসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নবায়ন করা নেই তাদের লাইসেন্স নবায়নের সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

লাইসেন্স না থাকায় মুজিবনগর উপজেলার জারা নার্সিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিয়াম ডায়াগনস্টিক এন্ড ল্যাব, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মুজিবনগর স্টার ক্লিনিক ও ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এবং হাজী ক্লিনিক এন্ড ডায়াগানস্টিক সেন্টার লাইসেন্স পাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আসাদুজ্জামান। তার সঙ্গে ছিলেন উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও থানা পুলিশের একটি টীম।

মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয় সূত্র জানায়, মেহেরপুর জেলায় মোট ৩৩ টি ক্লিনিকে মধ্যে ২৮ টির লাইসেন্স রয়েছে। এছাড়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৬১ টি। এদের মধ্যে লাইসেন্স রয়েছে ৪৭ টির। প্রথম দিনে উপজেলার ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকের তালিকা নিয়ে অভিযান শুরু করা হলেও বন্ধ করা হয়েছে ৫টি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, ‘অবৈধ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার যতদিন না বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেসের দুই মালিকের ১০ দিন জেল, সনোল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে জেল এবং সনো ল্যাব মালিক জে পি আগওয়ালার ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কমিশনার মো: আবু সাঈদ এ আদালত পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন : মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

তিনি জানান, ১৯৮২ সালের মেডিকেল প্রাক্টিস ও বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এর ১৩ এর ২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এবং একই আইনের ৫২ ধারায় সনো ল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন করে তাদের দুজনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।